দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 28 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৫ ......

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি কোটায় জালিয়াতি

॥ আবদুল্লাহ আল ফারুক ॥

সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য জেলা কোটা ক্ষেত্রে জালিয়াতি হচ্ছে। এই কোটা চালুর আসল উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না। গ্রামের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের বঞ্চিত করে শহরে বসবাসরত ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত লোকদের ছেলেমেয়েরা পৈতৃক ঠিকানা ব্যবহার করে জেলা কোটার সুযোগ গ্রহণ করছে।

জাতীয় সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সম্প্রতি এক সভায় বিষয়টি আলোচনা করা হয়। সভায় আমন্ত্রিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম এ কাদেরী বর্তমানে দেশের চিকিৎসা শিক্ষার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে এ তথ্য জানান।

গ্রামের মানুষের সুচিকিৎসার কথা বিবেচনা করেই দেশের ১৩টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে জেলা কোটা চালু করা হয়েছে— যাতে গ্রামের মেধাবী ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারে এবং চিকিৎসক হয়ে গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করে; কিন্তু সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে না। গ্রামের মেধাবী ছেলেমেয়েরা ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সভায় বলা হয়, শহরে বসবাসরত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত লোকজনদের গ্রামেও পৈতৃক বাড়ি রয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা ওই গ্রামের ঠিকানা ব্যবহার করে জেলা কোটার সুযোগ নিচ্ছে। এরা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে গ্রামে যেতে চায় না। মফস্বল এলাকায় তাদের পোস্টিং দেয়া

জালিয়াতি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

জালিয়াতি ঃ ভর্তি কোটায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলেও যেতে চায় না এবং কর্মস্থলেও নিয়মিত থাকে না। এমনকি এসব পাস করা ছেলেমেয়ের অনেকে বিদেশেও পাড়ি জমায়।

সভায় বর্তমান আধুনিক চিকিৎসার জগতে 'মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট' তৈরির যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, দেশের ৫টি মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং সেন্টারে প্রতিবছর ২শ' ৫০ জন মেডিক্যাল এসি-স্ট্যান্ট তৈরি হয়। স্বাস্থ্য সেক্টরে মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্টের মোট ৫ হাজার পদ আছে। সেন্টারগুলো চালু থাকলে ভবিষ্যতে বেকারত্ব সৃষ্টি হবে। মেডিক্যাল এসি-স্ট্যান্টদের সমিতি থেকে জেলা পর্যায়ে পদ সৃষ্টি এবং তারা মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে পদোন্নতি দাবি করছেন। এগুলো পল্লীবাসীদের চিকিৎসাসেবার পরিপন্থী বলে তিনি মন্তব্য করেন। কমিটির সভাপতি ডাঃ কাজী আবু ইউসুফ জানান, মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্টদের ব্যাপারে ডাক্তারদেরও অনেক অভিযোগ রয়েছে।

সভায় জানানো হয়, সরকার পরিচালিত ১৩টি মেডিক্যাল কলেজে প্রতিবছর ১ হাজার ৪শ' ৮১ জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সুযোগ রয়েছে এবং বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরো ৫০টি আসন সংরক্ষিত আছে। ১ হাজার ৪শ' ৮১ জন ভর্তি হলেও প্রতিবছর চিকিৎসক হয়ে বের হচ্ছেন ১ হাজার ২শ' জনের মতো। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজেও প্রতিবছর ৫০ থেকে ১শ' জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তবে দেশের চিকিৎসা শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ এবং দিনদিন শিক্ষার মান নিচের দিকে নামছে বলে সভায় কমিটির সদস্যরা মন্তব্য করেন। সভায় চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন, ভর্তির ক্ষেত্রে জেলা কোটা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং সেন্টার চালু রাখার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে সুপারিশ তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।